ন্যাশনাল (সকাল) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও সফরসঙ্গীদের সঙ্গে ব্রিটিশ মন্ত্রী রুরি স্টুয়ার্ট

ন্যাশনাল (সকাল) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনে

ব্রিটিশ মন্ত্রী রুরি স্টুয়ার্ট

আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক ব্রিটিশ মন্ত্রী রুরি স্টুয়ার্ট বাংলাদেশ সফর কর্মসূচির আওতায় বিগত ২৯ আগস্ট দুপুর বারোটায় মিরপুরে ন্যাশনাল (সকাল) সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী পঞ্চম শ্রেণিতে এসে ইংরেজি বিষয়ে শিক্ষকের পাঠ পরিচালনা প্রক্রিয়া প্রত্যক্ষ করেন। তাঁর উপস্থিতিতে শিক্ষক রেবেকা সুলতানা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নেচে গেয়ে সাইক্লোন আইলা বিষয়ক পাঠ পরিচালনা করছিলেন। ব্রিটিশ মন্ত্রী শ্রেণিকক্ষে প্রবেশ করতেই শিক্ষার্থীরা দাঁড়িয়ে তাকে উদ্দেশ্য করে হাত-পা দুলিয়ে অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে পরিবেশন করে: Hello Hello Hello my friend. Happy to meet you today.

এ গান শুনে এবং শিক্ষার্থীদের দক্ষতা দেখে খুশী হন ব্রিটিশ মন্ত্রী। তিনিও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন ইংরেজিতেই। তিনি জানতে চান, ইংল্যান্ড দেশটি কী রকম, তা কেউ জানে কিনা। শিক্ষার্থীদের মধ্য থেকে একজন উত্তর দেয়, ইট ইজ ভেরি কোল্ড এন্ড দেয়ার ইজ আইস। এ উত্তর শুনে ভালো লাগে ব্রিটিশ মন্ত্রীর। শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ ইজ এ বিউটিফুল কান্ট্রি। ফুড ইজ ভেরি টেস্টি ইন দিস কান্ট্রি। তিনি বাংলাদেশের মানুষের আতিথেয়তারও প্রশংসা করেন।

এ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রশংসা করে ব্রিটিশ মন্ত্রী আরও বলেন, বাংলাদেশের সব বিদ্যালয় যদি এই রকম সুন্দর ও মানসম্পন্ন হতো তা হলে খুব ভাল হতো। বাংলাদেশের সব শিশু যদি এ বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের মতো আনন্দদায়কভাবে লেখাপড়া করার সুযোগ পেত তাহলে তারাও উচ্চশিক্ষায় যেতে পারত, যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ পেত। তাঁর এ প্রশংসা শুনে শিক্ষার্থীরা খুব খুশী হয়।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে ব্রিটিশ মন্ত্রী রুরি স্টুয়ার্ট বিদ্যালয়ের সভাকক্ষে শিক্ষক ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সভায় উপস্থিত নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিরা তাঁকে অবহিত করেন যে, বাংলাদেশের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতোমধ্যে অনেক অগ্রগতি হয়েছে। শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি, উপস্থিতি এবং পরীক্ষায় পাসের হার সন্তোষজনক পর্যায়ে উঠে এসেছে। তবে এখনো নানাবিধ চ্যালেঞ্জ রয়েছে। যেমন : দুর্যোগকালীন শিক্ষা, শিক্ষায় বৈষম্য হ্রাস, একীভূত শিক্ষার প্রচলন, শিক্ষার বাজেট বৃদ্ধি ইত্যাদি ক্ষেত্রে এদেশে অনেক কাজ করতে হবে।

এক পর্যায়ে ব্রিটিশ মন্ত্রী জানতে চান, বাংলাদেশের শিক্ষকরা সকলে একই প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। তাদের বেতন ভাতাও সমান, মর্যাদাও সমান। কিন্তু সব শিক্ষক একই মানের সার্ভিস দিতে পারছে না কেন? তাঁর এ প্রশ্নের উত্তরে ন্যাশনাল (সকাল) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শিরিন আক্তার বলেন, এজন্য শিক্ষকদের মানসিকতার উন্নয়ন প্রয়োজন রয়েছে। বেতন ভাতা বৃদ্ধি করে যোগ্যতর শিক্ষক নিয়োগের প্রয়োজন বলে তিনি মনে করেন। তাছাড়া সব বিদ্যালয়ে কর্তৃপক্ষের নজরদারি সমান থাকে না বলেও তিনি উল্লেখ করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্থানীয় পর্যায়ে শিক্ষার মান উন্নয়নে বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট জনগণের হাতে বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনার দায়-দায়িত্ব হস্তান্তরপূর্বক জনগণের ক্ষমতায়নের

বিষয়টিও আলোচনায় উঠে আসে। বেসরকারি সংস্থার উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা পদ্ধতি ও সুবিধাবঞ্চিত শিক্ষার্থীদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নিয়েও সভায় আলোচনা হয়।

ব্রিটিশ মন্ত্রীর বিদ্যালয় পরিদর্শনকালে তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন ব্রিটিশ হাই কমিশনার এলিসন ব্ল্যাক, ডিএফআইডি'র কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ জেন এডমন্ডসন, ডেপুটি কান্ট্রি ডিরেক্টর পল হুইটিংগাম, এডুকেশন এডভাইজার গোলাম কিবরিয়া, ফাহমিদা শবনম, ইংলিশ ইন একশন-এর টীম লিডার সুই উইলিয়ামসংস প্রমুখ। এছাড়াও নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মনজুর আহমদ, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ড. শফিকুল ইসলাম, পরিচালক শিক্ষা, ব্র্যাক ও তপন কুমার দাশ, উপ-পরিচালক, গণসাক্ষরতা অভিযান।

এ পরিদর্শন ও আলোচনার তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় ব্রিটিশ মন্ত্রী সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশে মৌলিক শিক্ষার উন্নয়নে ব্রিটিশ সহায়তা অব্যাহত থাকবে। দেশে একটি সুষম শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া উদ্ভাবনে এবং শিক্ষার সর্বজনীন রূপ পরিগ্রহণে ব্রিটিশরা বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে একসঙ্গে কাজ করবে।

উল্লেখ্য, বিগত ২৭ আগস্ট ব্রিটিশ মন্ত্রী রবি স্টুয়ার্ট তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে বাংলাদেশে আসেন। এ সফরে তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বাংলাদেশে ব্রিটিশ সহায়তাপ্রাপ্ত শিল্প, কৃষি ও শিক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি এসব ক্ষেত্রে বাংলাদেশের উন্নয়নের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

তপন কুমার দাশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম মূল্যায়ন বিষয়ে অংশীজনের সঙ্গে মতবিনিময়

গণসাক্ষরতা অভিযান ২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে ডিএফআইডি'র সহায়তাপুষ্ট 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম মূল্যায়ন বিষয়ে অংশীজনদের নিয়ে মতবিনিময় সভা আয়োজন করে। এ মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্ব করেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম মূল্যায়নের খসড়া প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনের নির্বাহী পরিচালক ড. এম. এহছানুর রহমান। সভায় উপস্থিত ছিলেন গণসাক্ষরতা অভিযানের কাউন্সিল সদস্য, এডুকেশন ওয়াচ সদস্য, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধি, বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, গবেষণা দলের সদস্য, শিক্ষক সমাজের প্রতিনিধি এবং অভিযানের সংশ্লিষ্ট কর্মীরা।

ড. এম. এহছানুর রহমান এ মূল্যায়ন গবেষণা থেকে প্রাপ্ত এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের কিছু তথ্য ও ফলাফল তুলে ধরেন। যেমন -

- কর্ম এলাকার বিদ্যালয়ে শিশুদের ভর্তি হার বেড়েছে ও ঝরে পড়া হ্রাস পেয়েছে,
- শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বেড়েছে এবং শিক্ষকদের সময়মতো আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত হয়েছে,
- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ বিদালয়ের সুশাসন ও মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিতকরণে গুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে,
- শুধু বিদ্যালয় নয়, উপজেলা পর্যায় পর্যন্ত এর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা গেছে,
- অভিভাবক সভায় মায়েদের উপস্থিতি বেড়েছে,
- বিদ্যালয়ে উপকরণের যোগান ও ব্যবহার বেড়েছে,
- শিক্ষার্থীদের শিখন ও অর্জন বৃদ্ধি পেয়েছে,
- স্থানীয় অর্থ ও সম্পদ সমাবেশীকরণ হচ্ছে।

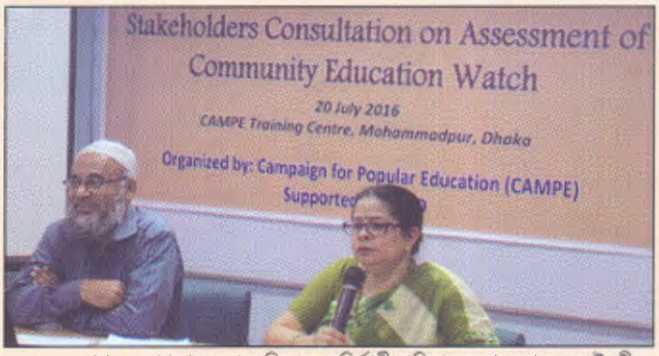

বক্তব্য রাখছেন গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে. চৌধুরী পাশে উপবিষ্ট ড. এম. এহছানুর রহমান, নির্বাহী পরিচালক, ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশন

এ গবেষণা প্রতিবেদন সম্পর্কে আলোচনা করেন প্রফেসর সালেহ আহমেদ, প্রফেসর নুরুল মোমেন, অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, অধ্যাপক শফি আহমেদ, গণসাক্ষরতা অভিযান কাউন্সিলের উপদেষ্টা জ্যোতি এফ. গমেজ, কোষাধ্যক্ষ ম. হাবিবুর রহমান ও সদস্য গোলাম মোস্তফা দুলাল এবং সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালকগণ। বক্তারা বলেন, এ গবেষণায় কন্ট্রোল গ্রুপ এবং নন-কন্ট্রোল গ্রুপের মধ্যে তুলনা থাকলে ভালো হতো এবং বেঞ্চ মার্কের সঙ্গে বর্তমান চিত্রের তুলনা করলে এ গবেষণা ও মূল্যায়ন আরও পরিপূর্ণতা পেত। পরিশেষে রাশেদা কে. চৌধুরী বিদ্যালয়ে সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরির উপযোগিতা তুলে ধরেন এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ বে-নজির শাহ্ শোভন

জনঅংশগ্রহণে বদলে গেলো উত্তর গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমে বদলে যাওয়া একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নাম ২৩ নং উত্তর গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। বিদ্যালয়টি গারো পাহাড়ের পাদদেশে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে অবস্থিত। মাত্র দুই বছর আগেও বিদ্যালয়টি ছিল ইউনিয়নের পিছিয়ে পড়া বিদ্যালয়গুলোর মধ্যে একটি। বিদ্যালয়টি সমতল ভূমি থেকে প্রায় ৮০ ফুট উঁচু একটি টিলার উপর হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীদের বিদ্যালয়ে যেতে অনেক কষ্ট হতো।

গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় এই ইউনিয়নে গড়ে ওঠে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। তখন থেকেই বদলে যেতে থাকে বিদ্যালয়টি। গণসাক্ষরতা অভিযান ও সেরা, নেত্রকোনার যৌথ আয়োজনে এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয় উন্নয়নে চলে বিভিন্ন কার্যক্রম। স্থানীয় সকলে এগিয়ে আসেন বিদ্যালয়টির উন্নয়নে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক নকুল কর্মকার, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি সুরুজ আলী, সহকারী শিক্ষক মোঃ মিজানুর

রহমান, দুর্গাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মো: শাহীনুর আলম সাজু ও স্থানীয় জনসাধারণের হাত ধরে আসতে থাকে বিদ্যালয়টির উন্নয়ন।

(এরপর ১৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বেইসলাইন প্রতিবেদন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ

দুর্গাপুর ইউনিয়ন, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা

সরকারের পাশাপাশি কমিউনিটির সক্রিয় অংশগ্রহণ 'সবার জন্য শিক্ষা'র লক্ষ্য অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী সকল শিশুকে বিদ্যালয়ে ভর্তি ও শিক্ষাচক্র সম্পন্ন করা কমিউনিটির ভূমিকার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। গণসাক্ষরতা অভিযান 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় দেশের ৬টি বিভাগে ৮টি জেলার সহযোগী সংগঠনের মাধ্যমে ৩২টি ইউনিয়নে পরীক্ষামূলকভাবে 'কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ'–এর কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে।

যে কোনো প্রকল্পে বেইসলাইন তৈরি অত্যন্ত জরুরি। বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রকল্পের মেয়াদ শেষে প্রত্যাশিত সূচকের কী কী পরিবর্তন হয়েছে তা পরিমাপ করা সম্ভব হয়। এছাড়া বেইসলাইনের মাধ্যমে প্রাপ্ত ফলাফল প্রকল্পের কার্যক্রম পরিকল্পনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। প্রত্যাশা প্রকল্পের কর্ম এলাকায় (৩২টি ইউনিয়নে) বেইসলাইন তৈরির জন্য জরিপ পরিচালিত হয়েছে। এ পর্যায়ে দুর্গাপুর ইউনিয়নের জরিপ কাজের ফলাফল ও সুপারিশমালা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশিত হলো।

বয়সভিত্তিক জনসংখ্যা

বয়স	নারী	পুরুষ	মোট	শতকরা হার (নারী)
০ – ৫ বছর	১,৬৫৭	১,৭৫৮	৩,৪১৫	৪৮.৫২
৬ – ১২ বছর	২,৪৫৮	২,৫৮১	৫,০৩৯	৪৮.৭৯
১৩ থেকে ১৮ বছর	১,৭৭১	২,০৯২	৩,৮৬৩	৪৫.৮৪
১৯ থেকে ৪৫ বছর	৫,৪৩২	৪,৯৯০	১০,৪২২	৫২.১২
৪৬ থেকে ৬০ বছর	১,২৪৬	১,৪১৭	২,৬৬৩	৪৬.৭৯
৬০+ বছর	৬৫০	৮৫৫	১,৫০৫	৪৩.১৯
মোট:	১৩,২১৪	১৩,৬৯৩	২৬,৯০৭	৪৯.১১

তথ্যসূত্র: দুর্গাপুর ইউনিয়ন খানা জরিপ, মার্চ ২০১৪

প্রাপ্ত ফলাফল

খানা ও জনসংখ্যা

২০১৪ সালের মার্চ মাসে নেত্রকোনা জেলার দুর্গাপুর উপজেলার দুর্গাপুর ইউনিয়নে খানা ও বিদ্যালয় জরিপ পরিচালিত হয়। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দুর্গাপুর ইউনিয়নে মোট খানার সংখ্যা ৬,০৭১টি, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিচালিত আদমশুমারি রিপোর্ট ২০১১ অনুযায়ী ঐ সময়ে ইউনিয়নে খানার সংখ্যা ছিল ৫,৪৬১টি। জরিপের তথ্য অনুযায়ী মোট জনসংখ্যা ২৬,৯০৭ জন, যেখানে ২০১১ সালে ছিল ২৩,৬১৮ জন। খানাপ্রতি গড়ে লোকসংখ্যা ২০১৪ সালের জরিপে পাওয়া গেছে ৪.৪৩ জন, যা ২০১১ সালে ছিল ৪.৩২ জন। ২০১৪ সালের জরিপে ইউনিয়নে মোট শিক্ষার্থী ছিল ৭,৪৯৬ জন। এদের মধ্যে মেয়ে ৩,৭১০ জন এবং ছেলে ৩,৭৮৬ জন, যারা প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যায়ে অধ্যয়নরত। জরিপের তথ্য অনুযায়ী ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী মোট শিশুর সংখ্যা ৫,০৩৯ (মেয়ে ২,৪৫৮, ছেলে ২,৫৮১) জন। উপর্যুক্ত শিশুদের মধ্যে মোট ৪,৬৯১ জন শিশু বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে, যার মধ্যে মেয়ে ২,৩২০ জন এবং ২,৩৭১ জন ছেলে।

শিক্ষাগত অবস্থা

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী দুর্গাপুর ইউনিয়নে মোট জনসংখ্যার মধ্যে স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স পাস করেছেন ৫২ জন। অনার্স পাস করেছেন ৯৪ জন, ব্যাচেলার বা স্নাতক পাস করেছেন ১৬৩ জন। এইচএসসি পাস করেছেন ৫২৫ জন, এসএসসি পাস করেছেন ৭৭১ জন। নবম ও দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ১,১৭২ জন। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন ১,১৬২ জন। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেছেন ৪,৩১৪ জন। জনসংখ্যার একটি বড় অংশ ৪,১৪৫ জন নিরক্ষর। দেশের অন্যান্য জেলার তুলনায় এ সংখ্যা অনেক বেশি, যা ইউনিয়নের শিক্ষাক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে।

বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু

শিশুদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অসামান্য অগ্রগতি সাধিত হলেও এখনো অনেক শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে রয়েছে। জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী দুর্গাপুর ইউনিয়নে গমনোপযোগী শিশুর

খানাজরিপ প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থীরা

বিদ্যালয়ে গমনের অবস্থা (৪ থেকে ১২ বছর)				
৬ থেকে ১২ বছর শিশু	ছেলে	মেয়ে	মোট	শতকরা হার
বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে	২,৩৭১	২,৩২০	৪,৬৯১	৯৩.১০
বিদ্যালয় বহির্ভূত শিশু	২১০	১৩৮	৩৪৮	৬.৯০
মোট:	২,৫৮১	২,৪৫৮	৫,০৩৯	১০০
৬ - ১০ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১,৯৪০	১,৭৮২	৩,৭২২	৯৪.৬১
৫ - ১২ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	২,৫৫৮	২,৫২৩	৫,০৮১	৯২.৩১
৪ - ৫ বছর শিশুদের ভর্তি অবস্থা	১৮৭	২০৩	৩৯০	২৯.৬৬

তথ্যসূত্র: দুর্গাপুর ইউনিয়ন খানা জরিপ, মার্চ ২০১৪

মধ্যে মোট ৩৪৮ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে। এদের মধ্যে অনেক শিশু বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়নি বা ভর্তি হলেও বর্তমানে তারা বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়েছে। এর মধ্যে সর্বোচ্চ ৫৬ জন শিশু রয়েছে ৫ নম্বর ওয়ার্ডে। এরপর ৯ নম্বর ওয়ার্ডে ৪৬ জন এবং ৪ নম্বর ওয়ার্ডে ৪৪ জন শিশু বিদ্যালয়ের বাইরে আছে।

প্রতিবন্ধী শিশু

ইউনিয়নে ৬ থেকে ১২ বছর বয়সী শিশুদের মধ্যে মোট ৬৯ (মেয়ে ৩৪, ছেলে ৩৫) জন প্রতিবন্ধী শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে মোট ৪১ (মেয়ে ২৩, ছেলে ১৮) জন বিদ্যালয়ে লেখাপড়া করে, যা শতকরা হিসেবে ৫৯.৪২ শতাংশ। প্রতিবন্ধী শিশুদের মধ্যে যাদের প্রতিবন্ধিতার পরিমাণ কম তাদের বিদ্যালয়ে গমনের হার বেশি (৯০.৪৭ শতাংশ)।

শিশুদের বিদ্যালয়ে গমনের চিত্র

শিশুরা কোন এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, ইউনিয়নের ৬২.১ শতাংশ শিশু নিজ গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। ৩১.৩ শতাংশ শিশু নিজ ইউনিয়নের অন্য গ্রামের বিদ্যালয়ে, ৩.৬ শতাংশ শিশু নিজ উপজেলার অন্য ইউনিয়নের বিদ্যালয়ে পড়ালেখা করে। অন্য উপজেলায় পড়ালেখা করে ৩ শতাংশ শিশু।

শ্রেণিভিত্তিক শিক্ষার্থী সংখ্যা

দুর্গাপুর ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত শিশুদের মধ্যে প্রথম শ্রেণিতে পড়ালেখা করে মোট ৯৫৮ জন, এদের মধ্যে মেয়ে ৪৪৩ জন এবং ছেলে ৫১৫ জন। দ্বিতীয় শ্রেণিতে মোট ১,০৬৯ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৫০০ জন মেয়ে ও ৫৬৯ জন ছেলে শিক্ষার্থী। তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণিতে ছেলের তুলনায় মেয়ে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি। তৃতীয় শ্রেণিতে ৫৯৩ জন মেয়ের বিপরীতে ৫৮৯ জন ছেলে শিক্ষার্থী। চতুর্থ শ্রেণিতে ৪১৫ জন মেয়ের বিপরীতে ৩১৪ জন ছেলে শিক্ষার্থী এবং পঞ্চম শ্রেণিতে মোট ৫১৩ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৩২৮ জন মেয়ে ও ১৮৫ জন ছেলে শিক্ষার্থী।

বিদ্যালয়ের অবস্থা

দুর্গাপুর ইউনিয়নের ২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৭টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভবন পাকা, যা শতকরা হিসেবে ৩০.৪ শতাংশ। ৪টি আধাপাকা (১৭.৪ শতাংশ) এবং ১২টি কাঁচা (৫২.২ শতাংশ)। আবার বিদ্যালয় ভবনের বর্তমান অবস্থা বিবেচনায় ৮টি বিদ্যালয়ের অবস্থা খুব ভালো, যা শতকরা হিসেবে ৩৪.৮ শতাংশ। ৯টি (৩৯.২ শতাংশ) বিদ্যালয় ভবনের অবস্থা মোটামুটি ভালো। ৬টি (২৬ শতাংশ) বিদ্যালয়ের অবস্থা তেমন ভালো নয়।

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা						
বিদ্যালয়ে টয়লেট ব্যবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার		বর্তমান অবস্থা	সংখ্যা	শতকরা হার
ছেলে ও মেয়েদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা	২	৮.৭		ব্যবহার উপযোগী	১২	৫২.২
উভয়েই ব্যবহার করে	১৪	৬০.৯		মোটামুটি ব্যবহার উপযোগী	৩	১৩
শুধু মেয়েদের জন্য	০	০		ব্যবহারের অনুপযোগী	১	৪.৩
শুধু ছেলেদের জন্য	০	০		বন্ধ	০	০
টয়লেট নেই	৭	৩০.৪		টয়লেট নেই	৭	৩০.৪
মোট	২৩	১০০		মোট	২৩	১০০

তথ্যসূত্র: দুর্গাপুর ইউনিয়ন খানা জরিপ, মার্চ ২০১৪

বিদ্যালয়ে পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থা

দুর্গাপুর ইউনিয়নের ২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছেলে-মেয়েদের জন্য পৃথক টয়লেট রয়েছে, শতকরা হিসেবে তা ৮.৭ শতাংশ। ১৪টি বিদ্যালয়ে (৬০.৯ শতাংশ) ছেলে ও মেয়েরা একই টয়লেট ব্যবহার করে। ৭টি (৩০.৪ শতাংশ) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কোনো টয়লেট নেই।

(এরপর ১৩ পৃষ্ঠায় দেখুন)

বক্তব্য দিচ্ছেন উপজেলা শিক্ষা অফিসার বিনয় চন্দ্র শর্মা

বক্তব্য দিচ্ছেন জেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার মোঃ ওবায়দুল্লাহ

নেত্রকোনার হোগলা ইউনিয়নের পানিশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুসজ্জিত শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে ইউনিয়ন পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয় নির্বাচিত

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার হোগলা ইউনিয়নে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এ কার্যক্রমের ফলে ওয়াচ গ্রুপ এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো পরিচালনায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা লক্ষণীয় হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে বিদ্যালয় পর্যায়ে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ও পরিকল্পনা প্রণয়নের দায়িত্ব প্রদানের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের সুযোগ-সুবিধা, শিক্ষার পরিবেশ এবং শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে সামগ্রিক উন্নয়নে স্লিপ বরাদ্দের টাকা ব্যয় করার কথা ছিল। কিন্তু যথাযথ কর্তৃপক্ষের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে তারা স্লিপের টাকা বিদ্যালয় উন্নয়নের কোন কোন খাতে ব্যয় করা যাবে তা জানত না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম শুরু হওয়ার পর থেকেই শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কমিটিগুলোকে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ, ওরিয়েন্টেশন ও বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিদর্শনের ব্যবস্থা করে। ফলে শিক্ষাসংশ্লিষ্ট কমিটিগুলো সক্রিয় হয়েছে, অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে। স্লিপ বরাদ্দের টাকা ব্যয়ে স্বচ্ছতা ও জবাদিহিতা নিশ্চিত হচ্ছে। এর উত্তম দৃষ্টান্ত পানিশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়টি ১৯৭৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও বিদ্যালয়ের পরিবেশের উন্নয়ন হয়নি। অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফজলুর রহমান ও সহকারী শিক্ষকবৃন্দের আন্তরিকতা এবং এসএমসি, স্লিপ কমিটির সহযোগিতায় শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণসহ শিক্ষা উপকরণ ক্রয় করা হয়েছে। বর্তমানে ৩৪৬ জন শিক্ষার্থী আনন্দদায়ক পরিবেশে শিক্ষা লাভ করছে। পানিশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় হোগলা ইউনিয়নের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ের স্থান অর্জন করেছে।

নেত্রকোনার দুর্গাপুরে কমিউনিটির উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক পাখা প্রদান

নেত্রকোনার দুর্গাপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় কমিউনিটির উদ্যোগে রামপুর, মাকড়াই, ফাড়ংপাড়া ও নলুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক পাখা প্রদান করা হয়েছে। সবার জন্য মানসম্মত শিক্ষা অর্জনের লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধিকল্পে সেরা ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ এলাকায় এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের ফলে মা/অভিভাবক, এসএমসি, পিটিএ, স্লিপ কমিটি সক্রিয় ও সচেতন হয়েছে। পাশাপাশি বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও এসএমসি'র সদস্যদের সঙ্গে অভিভাবকদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছে। অভিভাবকরা বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখতে পান, প্রচণ্ড গরমে শিক্ষকদের ক্লাস নিতে কষ্ট হচ্ছে এবং শিক্ষার্থীরাও ক্লাসে অমনোযোগী থাকছে। এই বিষয়টি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ মা সমাবেশ ও এসএমসি সভায় আলোচনা করেন। সভায় বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। শিক্ষক, এসএমসি ও অভিভাবকদের চাঁদা, স্লিপ ফান্ডের উদ্বৃত্ত অর্থ ও পুরাতন আসবাবপত্র বিক্রি করে পাওয়া টাকা দিয়ে বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয় করা হয়। উল্লেখ্য, রামপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৫টি, নলুয়াপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৮টি, মাকড়াইল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৬টি এবং ফাড়ংপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১টি বৈদ্যুতিক পাখা ক্রয় করা হয়েছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শিক্ষা ব্যয় নির্বাহ করছেন সুশীল সমাজের প্রতিনিধি

নেত্রকোনার পূর্বধলা উপজেলার আগিয়া ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের শুরু থেকে অত্র ইউনিয়নে বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, ওয়ার্কশপ, ওরিয়েন্টেশন ও সমাবেশ আয়োজন করে যাচ্ছে। ফলে এলাকায় অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সুশীল সমাজও প্রাথমিক শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পেরেছেন। সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও কালডোয়ার নিবাসী শিক্ষানুরাগী ব্যক্তি অরূপ হাসান কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের বিভিন্ন কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে থাকেন। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি কালডোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ুয়া মাহবুবা আক্তারের শিক্ষা ব্যয় নির্বাহের দায়িত্ব নিয়েছেন। তিনি মাহবুবাকে প্রতি মাসে পাঁচশত টাকা করে বৃত্তি প্রদান করছেন। কালডোয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকরা জানান, মাহবুবা আক্তার দরিদ্র কৃষক পরিবারের সন্তান হওয়ায় তার ঝরে পড়ার আশঙ্কা ছিল। সে প্রায়ই বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকত। এখন মাহবুবা আক্তার নিয়মিত বিদ্যালয়ে আসছে। সে লেখাপড়ায় বেশ মনোযোগী। সে উচ্চশিক্ষা লাভের স্বপ্ন দেখছে।

এ. কে. এম. রফিকুল ইসলাম

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে দেওয়া হলো স্কুল ব্যাগ

এনডিপি ও গণসাক্ষরতা অভিযান যৌথভাবে সিরাজগঞ্জের চারটি ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের আওতায় নানাবিধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। এসব কার্যক্রমে ইউনিয়ন পরিষদ নানাভাবে অংশগ্রহণ ও সহায়তা করছে। কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের পাইকোশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে ইউনিয়ন পরিষদের এলজিএসপি প্রকল্প থেকে ১৪০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ১৪০টি স্কুল ব্যাগ প্রদান করা হয়। একই প্রকল্পের মাধ্যমে ভদ্রঘাট ইউনিয়নের বৈদ্যদোগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৪৮টি এবং ভদ্রঘাট ইউনিয়নের চৌদুয়ার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে ৪৮টি স্কুল ব্যাগ দেওয়া হয়। ব্যাগ প্রদান অনুষ্ঠানে ঝাঐল ইউপি চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল সরকার, ইউপি সদস্য আঃ কুদ্দুস, পাইকোশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ ওমর

আলী, বৈদ্যদোগাছি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ আমিনুল ইসলামসহ অন্যান্য সহকারী শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। এর ফলে ছাত্র-ছাত্রীরা উৎসাহিত ও বিদ্যালয়মুখী হয়েছে।

কমিউনিটির প্রচেষ্টায় ঝাটিবেলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপন

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার চরভদ্রঘাট ইউনিয়নে ঝাটিবেলাই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থান। এ বিদ্যালয়ে পানীয় জলের অভাব ছিল। এজন্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলকেই কষ্ট পোহাতে হতো। এ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে কমিউনিটির পক্ষ থেকে জনপ্রতিনিধির দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে চরভদ্রঘাট ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য রুপসানা বেগম এ বিদ্যালয়ে একটি টিউবওয়েল দিয়েছেন। এ টিউবওয়েল স্থাপনের সময় ইউপি সদস্য রুপসানা বেগম, ভদ্রঘাট ইউপি চেয়ারম্যান এবং এসএমসি সভাপতি মোঃ এনামুল হক তালুকদার, এসএমসি সদস্য আঃ সালেক, হাফিজুল ইসলাম, বিদ্যালয়ের পিটিএ সভাপতি গাজী এমদাদুল হক তালুকদার প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এ টিউবওয়েল স্থাপন করতে ব্যয় হয় চার হাজার টাকা। এখন শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের পানীয় জলের অভাব দূর হয়েছে।

কমিউনিটির উদ্যোগে সংগৃহীত অর্থে কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগানের প্রাচীর ও গ্রিল নির্মাণ

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দ উপজেলার ঝাঐল ইউনিয়নের কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের এসএমসি সদস্য ও কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা ২০১৪ সালে যৌথ উদ্যোগে বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী ইটভাটা মালিকের সঙ্গে যোগাযোগ করে স্কুলের উন্নয়নে সহায়তার অনুরোধ করেন। তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে ইটভাটার মালিক এক হাজার পাঁচশত ইট, পাঁচ ব্যাগ সিমেন্ট ও পনেরো বস্তা বালু দান করেন। এসব উপকরণ ব্যবহার করে বিদ্যালয় আঙ্গিনায় ফুলের বাগানের চারপাশে প্রাচীর নির্মাণ করা হয়। এই বিদ্যালয়ে ২০১৬ সালে স্লিপের বরাদ্দ পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা এবং ঝাঐল ইউনিয়নের বিশিষ্ট শিল্পপতি মুকুল হোসেনের ব্যক্তিগত অনুদান পঞ্চাশ হাজার টাকা মিলে মোট পঁচাশি হাজার টাকা ব্যয়ে বিদ্যালয় ভবনের নিচতলার চারপাশে গ্রিল নির্মাণ করা হয়। এর ফলে ভবনের নিচতলায় মাঝে-মধ্যে শিশুশ্রেণির ক্লাস নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

শিক্ষক, এসএমসি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যদের পাশাপাশি এলাকার জনগণও এই উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ইটভাটা মালিক ও শিল্পপতি মুকুল হোসেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং তারা

সকলেই সম্মিলিতভাবে উন্নয়ন কাজ তদারকি করেন। এ প্রসঙ্গে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বলেন, বিদ্যালয়ের উন্নয়নে এখন সবাই সচেষ্ট। এসএমসি, পিটিএ, স্লিপ কমিটি, ইউপি শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটি, এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নে একযোগে কাজ করছে। অভিভাবকরাও সচেতন হয়েছেন। তারাও বিদ্যালয়ের উন্নয়নে ভূমিকা রাখছেন।

মোঃ শাহ আলম সরকার

জামালপুরের চারটি ইউনিয়নে কমিউনিটির সহযোগিতায় বাগান তৈরি

আদর্শ পল্লী উন্নয়ন সংস্থা (আপউস) গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় জামালপুর জেলার মাদারগঞ্জ ও মেলান্দহ উপজেলার চারটি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ গঠন করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়নে কাজ করে আসছে। এই কার্যক্রমের ফলে স্থানীয় কমিউনিটির মাধ্যমে ইউনিয়নগুলোর বিভিন্ন প্রাথমিক

বিদ্যালয়ে এখন নানা ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। এরই ধারাবাহিকতায় জোড়খালী ইউনিয়নের চর গোলাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ফুলকোচা ইউনিয়নের দেবেরছড়া ও তেলীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি করা হয়েছে। বাগান তৈরির জন্য সমস্ত ব্যয় বহন করেছেন বিদ্যালয় সংলগ্ন স্থানীয় কমিউনিটি, এসএমসি সদস্য, ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও শিক্ষকরা। বাগান তৈরিতে চর গোলাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চার হাজার টাকা, দেবেরছড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পাঁচ হাজার টাকা এবং তেলীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছয় হাজার টাকা ব্যয় হয়। এই টাকা দিয়ে বাগানের চারপাশে বাঁশের বেড়া দেওয়া হয়েছে এবং বিভিন্ন জাতের ফুলের চারা ও গাছ রোপণ করা হয়েছে। এসব বিদ্যালয়ে বাগান তৈরি হওয়ায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী, শিক্ষক এবং স্থানীয় জনগণ খুবই খুশি। বাগান হওয়াতে বিদ্যালয়ের পরিবেশে এখন অনেক পরিবর্তন এসেছে। ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষকরা এই বাগানগুলো নিজ উদ্যোগে পরিচর্যা করছেন। এভাবেই কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সিধুলী, জোড়খালী, ঘোষেরপাড়া ও ফুলকোচা ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে বিভিন্ন ধরনের উন্নয়নমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে।

কমিউনিটির প্রচেষ্টায় চর ভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট

মাদারগঞ্জ উপজেলার সিধুলী ইউনিয়নে অবস্থিত চর ভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। মূল রাস্তা থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে চর ভাটিয়ানী শ্যামগঞ্জ কালীবাড়ী বাজার সংযোগ রাস্তার সঙ্গে এ বিদ্যালয়ের অবস্থান। বিদ্যালয়টির দুইপাশে বসতবাড়ি, একদিকে রাস্তা

এবং অন্যদিকে খোলামাঠ। বিদ্যালয়টির মাঠ নিচু হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে পানিতে নিমজ্জিত থাকে। এর ফলে বিদ্যালয়ের প্রাত্যহিক কার্যক্রমে ব্যাঘাত ঘটে। সেই সঙ্গে ছাত্র-ছাত্রীদের খেলাধুলা করতে অনেক অসুবিধা হতো। সিধুলী এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের অত্র এলাকার সদস্য ফজলুল হক এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দ্বি-মাসিক সভায় বিষয়টি অবহিত করেন। এ সভায় ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা অত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষক ও এসএমসি সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার জন্য আরেকটি সভা আহ্বান করেন। সেই সভায় এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা উক্ত বিদ্যালয়ের এসএমসি ও প্রধান শিক্ষক মহোদয়ের সঙ্গে আলোচনা করে বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাটের জন্য নগদ দশ হাজার টাকা তুলে দেন। সেই টাকায় বিদ্যালয়ের মাঠ ভরাট করা হয়। বর্তমানে বিদ্যালয়টিতে সমতল মাঠ হয়েছে। এখন আর আগের মতো মাঠে পানি জমে থাকে না। ছাত্র-ছাত্রীরা মাঠে নিয়মিত খেলাধুলা করতে পারছে। প্রধান শিক্ষক খুবই আনন্দিত একথা ভেবে যে, বিদ্যালয়ে মাঠ ভরাট হয়েছে, এর ফলে বিদ্যালয়ের সৌন্দর্য অনেকগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এভাবে যদি প্রতিটি এলাকায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কাজ করে তাহলে ধীরে ধীরে প্রতিটি বিদ্যালয়ই মডেল বিদ্যালয় হিসেবে গড়ে উঠবে।

জনঅংশগ্রহণে উত্তর চর ভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ

জামালপুরের উত্তর চর ভাটিয়ানী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি উত্তর মাদারগঞ্জের একেবারে সর্বশেষ বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়টিতে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম পরিচালিত হওয়ায় ধীরে ধীরে স্থানীয় লোকজনের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পায়। অভিভাবক, এসএমসি সদস্যরা শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ার পাশাপাশি বিদ্যালয়ের অন্যান্য কার্যক্রমের নিয়মিত খোঁজখবর নিতে শুরু করেছেন। বিদ্যালয়ের নানা ধরনের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও সমাধানে এগিয়ে আসছেন স্থানীয় লোকজন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে এসএমসি সদস্য, অভিভাবক ও ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে বিদ্যালয়ে বৃক্ষরোপণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ জন্য তারা প্রধান শিক্ষকের হাতে নিজেদের উদ্যোগে সংগৃহীত এক হাজার টাকা তুলে দেন। সেই টাকায় চারাগাছ ক্রয় করে বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় রোপণ করা হয়। এ গাছগুলো বড় হলে বিদ্যালয়ে মনোরম পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে সবাই আশা করছেন।

আবদুল হাই

ছাটযোগীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সমাপনী পরীক্ষায় শতভাগ কৃতকার্য

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার সাঘাটা ইউনিয়নে ছাটযোগীপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯৯১ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয়করণ হয় ২০১৩ সালে। বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষক এবং ১৮১ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে পূর্বের তুলনায় বিদ্যালয়ে লেখাপড়া ও অবকাঠামোর বেশ কিছু উন্নয়ন হয়েছে। এখানে সবজি বাগান করা হয়েছে। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলো সুসজ্জিত করা হয়েছে। বিগত বছরগুলোতে সমাপনী পরীক্ষায় পাসের হার সন্তোষজনক ছিল না। কিন্তু ২০১৫ সালে ২১ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সবাই কৃতকার্য হয়েছে। শিক্ষার্থীর উপস্থিতি প্রতিদিন ৯১%-এর উপরে থাকে। বর্তমানে মা সমাবেশ ও এসএমসি মিটিং নিয়মিত হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। জরিপকৃত শিশুদের মধ্যে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। শিক্ষক ও এসএমসি'র সদস্যদের হোম ভিজিট নিয়মিত হওয়ার কারণে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ হয়েছে। শতভাগ শিক্ষার্থীর স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে। সহপাঠক্রমিক কাজ এবং দৈনিক সমাবেশ নিয়মিতভাবে অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষকরা সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে আসেন এবং পূর্ণ সময় বিদ্যালয়ে অবস্থান করেন। শ্রেণিকক্ষগুলো মনীষীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের তৎপরতার ফলে অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বিদ্যালয়ের পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।

ধনারুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবকদের সম্পৃক্ততায় মিড ডে মিল চালু

গাইবান্ধার সাঘাটা উপজেলার মুক্তিনগর ইউনিয়নে ধনারুহা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯৩৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয়করণ হয় ১৯৭৩ সালে। বিদ্যালয়ে ৭ জন শিক্ষক এবং ২৮৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। অবকাঠামোর দিক দিয়ে উন্নত হলেও এ বিদ্যালয়ের গুণগত মান তেমন ভাল ছিল না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে এ বিদ্যালয়ে কিছু পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে। শিক্ষক, এসএমসি কর্তৃক হোম ভিজিট নিয়মিতভাবে হয়, যার ফলে শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ হয়েছে। অভিভাবকদের সচেতনতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে শিক্ষার্থী হাজিরা সব সময় ৯২% থেকে ৯৫%-এর মধ্যে অবস্থান করে। ২০১৫ সালের প্রাথমিক সমাপনীতে শতভাগ শিক্ষার্থী পাস করেছে। শতভাগ শিক্ষার্থীর স্কুল ড্রেস নিশ্চিত হয়েছে। প্রত্যেক মাসে এসএমসি সভা এবং প্রতি তিন মাস পরপর মা সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এর ফলে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে। বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে দৈনিক সমাবেশ ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়। বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় সবজি বাগান করা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষগুলো সুসজ্জিত করা হয়েছে এবং শ্রেণিকক্ষে পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ ব্যবহার নিশ্চিত হয়েছে। শ্রেণিকক্ষগুলো মনীষীদের নামে নামকরণ করা হয়েছে। প্রতি বছর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন এবং জাতীয় উৎসবগুলো পালন করা হয়। তবে উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো এই বিদ্যালয়ে মিড ডে মিল চালু করা হয়েছে। অভিভাবকদের বিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্পৃক্ততার কারণে এই উদ্যোগটি সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে।

গজারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিবর্তনের ছোঁয়া লেগেছে

গাইবান্ধার ফুলছড়ি উপজেলার গজারিয়া ইউনিয়নে গজারিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় অবস্থিত। বিদ্যালয়টি ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতীয়করণ হয় ১৯৭৩ সালে। বিদ্যালয়ে ৫ জন শিক্ষক রয়েছে এবং ১৭৯ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। বিদ্যালয়টি ১৯৮৮ সালে যমুনা নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে বিদ্যালয়টিকে যমুনা নদীর বাঁধের উপর স্থানান্তর করা হয়। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে পূর্বের তুলনায় লেখাপড়ার মান উন্নয়ন হয়েছে। ২০১৪ সালে ১০ জন শিক্ষার্থী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই অকৃতকার্য হয়। কিন্তু ২০১৫ সালে ১৬ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে সবাই কৃতকার্য হয়। শিক্ষার্থীর হাজিরা ২০১৫ সালে সন্তোষজনক হলেও ৯০%-এর উপরে যেতে পারেনি। কিন্তু ২০১৬ সালে শিক্ষার্থীর হাজিরা ৯০%-এর উপরে উঠেছে। বর্তমানে মা সমাবেশ ও এসএমসি মিটিং নিয়মিত হওয়ার কারণে শিক্ষার্থীর উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে। জরিপকৃত শিশুদের মধ্যে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিত হয়েছে এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধ হয়েছে। বিদ্যালয়ে ফুল ও সবজি বাগান করা হয়েছে। নিয়মিত সহপাঠক্রমিক কাজ অনুষ্ঠিত হয়। এসএমসি ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা প্রশাসনের সঙ্গে লবিং করে বিদ্যালয়ে দুটি টয়লেট মেরামত এবং একটি নলকূপ স্থাপন করতে সক্ষম হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের তৎপরতার কারণে বিদ্যালয়ের সঙ্গে জনগণের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন বিদ্যালয়ের উন্নয়নকল্পে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে।

মোঃ শাহ আলম

মেহেরপুরে কমিউনিটির প্রচেষ্টায় বিদ্যালয় আঙ্গিনায় শিশুশ্রেণির জন্য শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ও আমদহ এবং মুজিবনগর উপজেলার মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রম শুরু হয় ২০১৩ সাল থেকে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। এখানকার অনেক বিদ্যালয়ে স্থান সংকুলান হয় না। এমনকি পুরানো ভবনগুলোতে শিশুশ্রেণির জন্য আলাদা কোনো শ্রেণিকক্ষ রাখা হয়নি। এমতাবস্থায় আমঝুপি ইউনিয়নের হিজুলী, রামনগর, খোকসা মল্লিকপাড়া ও শ্যামপুর, আমদহ ইউনিয়নের বামনপাড়া, দারিয়াপুর ইউনিয়নের খাঁনপুর ও মহিষনগর, মোনাখালী ইউনিয়নের মোনাখালী, বিশ্বনাথপুর, ভবানীপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি কর্তৃক শিশুদের জন্য আলাদা শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক, এসএমসি সদস্য ও অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে স্থানীয় অনুদান সংগ্রহ করে এ সকল শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়। কোনো স্থানে পাকা, কোনো স্থানে আধাপাকা ও কোনো স্থানে বাঁশের বেড়া ও টিনের চাল দিয়ে তৈরি করা হয়েছে এসব শ্রেণিকক্ষ। শ্রেণিকক্ষগুলো শিশুদের উপযোগী বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে সাজানো হয়েছে। দান-অনুদান দিয়ে শিক্ষা উপকরণ সংগ্রহ এবং পরিবেশ সুন্দর করতে কোনো কোনো বিদ্যালয়ে ফুলের বাগান করা হয়েছে। এর ফলে শিশুরা আনন্দময় পরিবেশে পড়ালেখার সুযোগ এবং শিশুবান্ধব শিক্ষার পরিবেশ পেয়েছে। স্থানীয় কমিউনিটি নিজেদের অনুদান দিয়ে এ সকল ঘর স্থাপন করায় তারা প্রতিনিয়ত নজরদারিতে রেখেছেন।

মেহেরপুরের ১৮টি ইউনিয়নের মধ্যে শিক্ষাখাতে আমদহ ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের সর্বোচ্চ বাজেট বরাদ্দ

বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট ঘোষণার আগে বা পরে বিভিন্ন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতি বছর সম্ভাব্য বাজেট ঘোষণা করা হয়। এ বছরেও বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদ বাজেট ঘোষণা করেছে। এ ক্ষেত্রে মেহেরপুর জেলার ১৮টি ইউনিয়নের মধ্যে শিক্ষাখাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দেয় আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের দেনদরবার, আবেদন ও লবিং-এর ফলে শিক্ষাখাতে বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রে পরিবর্তনের এই চিত্র রচিত হয়।

উন্মুক্ত সভায় বাজেট ঘোষণা করছেন আমদহ ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলাম

২০১৩ সালে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহায়তায় মানব উন্নয়ন কেন্দ্র (মউক) কর্তৃক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমন্বয়ে মেহেরপুর জেলায় ৪টি ইউনিয়নে গঠিত হয়েছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষ থেকে বিভিন্ন সময়ে আমদহ ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ আনারুল ইসলাম ও আমঝুপি ইউপি চেয়ারম্যান বোরহান উদ্দীন চুন্নু বরাবরে এলাকার প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ইউনিয়নের ভূমিকার কথা তুলে ধরা হয়। ইউনিয়ন পরিষদের চলতি অর্থবছরের বাজেটে শিক্ষাখাতে বেশি অর্থ বরাদ্দের অনুরোধ জানানো হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমদহ ইউনিয়ন পরিষদ বাজেটে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে ৭ লক্ষ ২৬ হাজার টাকা বরাদ্দ দেয়। আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে শিক্ষা কর্মসূচিতে ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়। মেহেরপুর জেলার ১৮টি ইউনিয়নের মধ্যে শিক্ষাখাতে ঘোষিত বাজেটের সর্বোচ্চ বরাদ্দ রাখা হয় এ দুটি ইউনিয়নে।

মেহেরপুরে ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে চলেছে। মেহেরপুরের আমঝুপি, আমদহ, মোনাখালী ও দারিয়াপুর ইউনিয়নের কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নিজস্ব আয়োজনে চারটি ইউনিয়নের ২০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৭৮ জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ খাতা ও কলম প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে আমঝুপি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি অধ্যাপক সাইদুর রহমান, মোনাখালী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি আশকার আলী, দারিয়াপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি মোঃ ওয়াজেদ আলী, আমদহ কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি গোলাম কিবরিয়া বুলু বলেন, ৪টি ইউনিয়নে ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনকে সহায়তা করে আসছে। বিশেষ করে, ঝরে পড়া রোধ, মায়েদের সচেতনতা বৃদ্ধি করতে মা সমাবেশসহ এসএমসি'র সদস্যদের আরো এগিয়ে নিতে কাজ করছে। এর পাশাপাশি ওয়াচ গ্রুপ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রদান করে। ওয়াচ গ্রুপ প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি বৃদ্ধি করতে

তাদের পাশে থাকার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। একই সঙ্গে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের উন্নয়ন আগামীতে আরো কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে জানানো হয়। প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীরা এ সকল উপকরণ পেয়ে উৎসাহিত হয়েছে।

সাদ আহম্মেদ

উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে গোপায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের প্রতিশ্রুতি

গণসাক্ষরতা অভিযান ও এসেড-এর যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে হবিগঞ্জের ৪টি ইউনিয়নে কাজ করে চলেছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের চেষ্টা করে যাচ্ছেন। তারা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন অফিস ও স্থানীয় সরকার পরিষদে

অভিভাবক সভায় বক্তব্য দিচ্ছেন উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান আউয়াল

সার্বক্ষণিক যোগাযোগ করছে। এর ফলে উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান বিভিন্ন বিদ্যালয় পর্যবেক্ষণ করছেন এবং বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করছেন। উপজেলা পরিষদের পক্ষ থেকে জুলাই ২০১৬ মাসে পূর্ব ভাদৈই সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি নলকূপ প্রদান করা হয়েছে। এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা বিদ্যুৎবিহীন বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য তদবির করেছেন। ৪ আগস্ট ২০১৬ তারিখে গোপায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএমসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মাহবুবুর রহমান আউয়াল বিদ্যালয়ে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান এবং বিদ্যুৎ সংযোগ হলেই ৫টি ফ্যান দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। ১৬ আগস্ট ২০১৬ তারিখে গোপায়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অভিভাবক সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায়ও তিনি বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন এবং ৫টি ফ্যান ও ১টি কম্পিউটার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন।

হবিগঞ্জের গোপায়া ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য ফিল্টার প্রদান

বাংলাদেশে অসমতল এলাকার মধ্যে হবিগঞ্জ অন্যতম। একদিকে রয়েছে পাহাড়ি এলাকা, অন্যদিকে রয়েছে হাওর-বাঁওড়। একেক এলাকার ভূ-প্রকৃতিও একেক রকম। ফলে এলাকার বেশির ভাগ অংশে স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ খাবার পানির ভীষণ অভাব। শতকরা ৮০ ভাগ টিউবওয়েলের পানি আর্সেনিক ও আয়রনযুক্ত। এ পানি পান করে অনেকের নানা রকম রোগ

পানির ফিল্টার দিচ্ছেন ইউপি চেয়ারম্যান চৌধুরী মিজবাহুল বারী লিটন

হচ্ছে, অনেকের স্বাস্থ্যহানী ঘটছে। শিশু স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদে এবং উপজেলা পরিষদে সুপেয় পানির জন্য তদবির করে আসছে। ফলে উপজেলা পরিষদের থেকে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গভীর নলকূপ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। এর পাশাপাশি গোপায়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান চৌধুরী মিজবাহুল বারী লিটন গোপায়া ইউনিয়নের ১১টি প্রাথমিক বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন মাদ্রাসা, স্কুল ও কলেজে গড়ে ৫টি করে পানি নিরাপদ করার ফিল্টার প্রদান করেছেন। উল্লেখ্য, গোপায়া ইউনিয়নের প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটি শ্রেণিকক্ষ ও অফিস কক্ষে স্বাস্থ্যসম্মত পানির জন্য ফিল্টার প্রদান করার ফলে প্রায় চার হাজার ছাত্র-ছাত্রী ও ৩৮০ জন শিক্ষক আর্সেনিক ও আয়রনমুক্ত পানি পানের সুযোগ পেয়েছেন। এজন্য গোপায়া ইউনিয়নের সকলে ইউনিয়ন পরিষদকে ধন্যবাদ দেন।

কাজল সমাদ্দার

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণে হবিগঞ্জ প্রশাসনের প্রশংসিত প্রয়াস

আমরা মানসম্মত শিক্ষা চাই। কিন্তু শিক্ষার জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করতে পারছি না। এখনও রয়ে গেছে শিক্ষক সংকট। বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ সংকট রয়েছে। অনেক বিদ্যালয় ভবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। বাধ্য হয়ে শিক্ষকরা স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় বিদ্যালয়ের পাশের বাড়িতে, অনেক বিদ্যালয়ে গাছতলাতে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির আনন্দপাঠের কাজটি চালিয়ে যাচ্ছেন।

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা শ্রেণিকক্ষের সংকট নিরসনে উপজেলা ও জেলার প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগ এবং প্রশাসনের সঙ্গে দেন-দরবার করছিলেন। প্রায় বছর খানেক চেষ্টার ফলে এ সমস্যা সমাধান করতে প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। ইউনিসেফ-বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন 'স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি ও কমিউনিটির ক্ষমতায়ন' কর্মসূচির ৮ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত ত্রৈমাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, বিশ্বব্যাংক-বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বাস্তবায়িত 'এলজিএসপি' প্রকল্পের গ্রামীণ অবকাঠামো নির্মাণ খাতের বরাদ্দ থেকে হবিগঞ্জের ৩০টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রাক-প্রাথমিক শ্রেণির জন্য ১টি করে মোট ৩০টি কক্ষ নির্মাণ করা হবে। এ বিষয়ে হবিগঞ্জ সদর উপজেলার নির্বাহী কর্মকর্তা ও এলজিএসপি প্রকল্পের জেলা ফ্যাসিলিটেটর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন বলে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা হবিগঞ্জ সদর উপজেলার ৪টি ইউনিয়নে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সমস্যা চিহ্নিতকরণ ও তা সমাধানের জন্য সমস্যাসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা প্রণয়ন করেন। এর ভিত্তিতে শিক্ষা প্রশাসনের বাইরেও উপজেলা এবং জেলা প্রশাসনের সঙ্গে বিদ্যালয়সমূহের পক্ষ থেকে কার্যকর যোগাযোগ করা হয়। এর ফলে উপজেলা চেয়ারম্যান, ভাইস-চেয়ারম্যান এবং জেলা প্রশাসনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসের কর্মকর্তাগণ বিদ্যালয়সমূহ পরিদর্শন করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করছেন। আর এই ব্যবস্থার মধ্যে আছে ৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ওয়াশ ব্লক নির্মাণ, ৬টি বিদ্যালয়ে গভীর নলকূপ স্থাপন, ১০টি বিদ্যালয়ের জন্য নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে জেলা প্রশাসক কর্তৃক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব বরাবরে পত্র প্রেরণ। এই পত্রের ফলে ওয়াশ ব্লক ও নলকূপ স্থাপনের কাজ ইতোমধ্যে শুরু হয়ে গেছে। আশা করা যাচ্ছে, এই অর্থবছরের মধ্যেই বিদ্যালয়ে ভবন নির্মাণের কাজও শুরু হয়ে যাবে।

জাফর ইকবাল চৌধুরী

ভোলায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের ফলে শিক্ষার্থীরা পেল স্কুলের পোশাক

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয় জনসাধারণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ব্যাংকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীরা পেল বিনামূল্যে পঞ্চাশ সেট স্কুল ড্রেস। নতুন স্কুল ড্রেস পেয়ে শিক্ষার্থীরা খুব খুশি। এ প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকলে প্রতিটি স্কুলেই শিক্ষার্থীর হার বাড়বে বলে অভিভাবকরা আশা প্রকাশ করেন।

ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নে অবস্থিত ব্যাংকেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। গণসাক্ষরতা অভিযান ও গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা যৌথ উদ্যোগে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের মাধ্যমে স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নয়ন, স্কুল ম্যানেজিং কমিটি সক্রিয়করণ, শিশু ঝরে পড়া রোধ, স্কুলে শতভাগ ভর্তি নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করে। ফলে অভিভাবকসহ শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যেও পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। শিক্ষার্থীরা সময়মতো স্কুলে আসতে শুরু করে। পাশাপাশি অভিভাবকরাও ছেলে-মেয়েদের লেখাপড়া সম্বন্ধে প্রতিদিনই খোঁজখবর নিতে থাকে। ফলে স্কুলের

লেখাপড়ায় পরিবর্তন আসে। প্রতিনিয়ত এসব কার্যক্রম চলার ফলে স্কুলের গরিব ও মেধাবী শিক্ষার্থীদের পড়ালেখায় আরো মনোযোগী করতে এগিয়ে আসেন পার্শ্ববর্তী ব্যাংকেরহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষানুরাগী এক শিক্ষিকা। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শিক্ষিকা শিক্ষার্থীদের মধ্যে পঞ্চাশ সেট পোশাক বিতরণ করেন।

ভোলার ওমর আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

ভোলা সদর উপজেলার চরসামাইয়া ইউনিয়নের ছিফলী গ্রামের ২নং ওয়ার্ডে অবস্থিত ওমর আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। ১৯৯০ সালে স্থানীয় জনগণের উদ্যোগে এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ২০০৪ সালে এ বিদ্যালয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে তিন কক্ষবিশিষ্ট দালান তৈরি করে দেওয়া হয়। বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের চাহিদার তুলনায় শ্রেণিকক্ষ কম হওয়ায় পাঠদান কর্মসূচি ব্যাহত হয়ে আসছিল। দুই কক্ষে ক্লাস আর এক কক্ষে শিক্ষকদের বসার ব্যবস্থা করা হয়। এতে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি করে বসে পাঠগ্রহণ করতে ভীষণ কষ্ট পোহাতে হতো।

পরবর্তীকালে শিক্ষার্থীদের সমস্যার কথা বিবেচনা করে স্থানীয় জনগণ ও এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সহযোগিতায় স্কুলের সঙ্গে নির্মাণ করা হয় একটি টিনসেট শ্রেণিকক্ষ। এতে সমস্যা কিছুটা লাঘব হলেও স্থানস্বল্পতা থেকেই যায়। ২৬৩ জন শিক্ষার্থী নিয়ে কোনো মতে ক্লাস চলছিল। একসঙ্গে অনেককে বসতে হয় বলে শিক্ষার্থীরা গরমে প্রায়ই অসুস্থ হয়ে পড়ত। ছাত্র-ছাত্রীদের স্থান সংকুলান না হওয়ায়

এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, স্থানীয় জনগণ ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক মিলে বেশ কয়েকবার আলোচনায় বসেন এবং বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা কাজী তোফায়েল হোসেনকে অবহিত করেন। এরপর সরকারি সহযোগিতা ও স্থানীয় জনগণের অনুদানে দুই লক্ষ টাকা ব্যয়ে পুরাতন ভবনের উপরে সিঁড়িসমেত একটি টিনসেট কক্ষ নির্মাণ করা হয়, যা বর্তমানে অফিস কক্ষ হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয়দের সহযোগিতায় দূর হলো স্কুল মাঠের জলাবদ্ধতা

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ ও স্থানীয় জনমানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় সমাধান হলো আবদুল লতিফ বাওলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা। এখন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও বেড়েছে। মাঠে নিয়মিত চলছে খেলাধুলা।

ভোলা সদর উপজেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের চরকালী গ্রামে অবস্থিত আবদুল লতিফ বাওলি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মোঃ হারুন উর রশীদ বিদ্যালয়ের জন্য জমি দান করেন। ১৯৮৭ সালে ৫০ শতক জমির উপর এলাকার কয়েকজন বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। জমিদাতার পিতার নাম অনুসারে বিদ্যালয়ের নামকরণ করা হয়। প্রথমে কুড়েঘর তৈরি করে বিদ্যালয়টি চালু করা হয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে ছেলেমেয়েদের এনে এ বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। নানা টানাপড়েনের মধ্যে বিদ্যালয়টি চলছিল। বিদ্যালয়টি বন্যাকবলিত এলাকায় হওয়ায় পরবর্তীকালে ২০১০-'১১ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি সাইক্লোন শেল্টার কাম স্কুল নির্মাণ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সব হলেও মাঠে জলাবদ্ধতা কমেনি।

দীর্ঘদিন এ অবস্থা চলার পর ভেদুরিয়া কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সদস্য ও স্থানীয় মানুষেরা জলাবদ্ধতা নিরসনে এগিয়ে আসেন। তারা এলাকাবাসীর কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে পানি সরানোর জন্য পাইপ কিনে মাঠের পাশে বসিয়ে দেন। এর ফলে এ বিদ্যালয়ের দীর্ঘদিনের জলাবদ্ধতা নিরসন হয়।

হারুন উর রশীদ

বিদ্যালয়ের মান উন্নয়নের ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়

বিদ্যালয়ে আনন্দময় ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশে শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষা অর্জন করতে পারে সে বিষয়ে মায়েরাও যে অনুকরণীয় ভূমিকা রাখতে পারেন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত খুলনা জেলার ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ইউনিয়নের বানিয়াখালী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। চলতি বছর এ অঞ্চলে দুঃসহ গরমে নিত্যকার জীবন প্রবাহ অনেকটাই নির্জীব হয়ে পড়ে। বিদ্যালয়ের অঙ্গনেও আবহাওয়ার বিরূপ প্রভাবে শিক্ষার্থীদের গরমে কষ্ট পেতে হয়। প্রয়োজনীয় সংখ্যক বৈদ্যুতিক পাখা না থাকায় শিক্ষার্থীদের কষ্টের মাত্রা আরো বাড়ে। তবে কথায় বলে, 'ইচ্ছা থাকলে উপায় হয়'। এ প্রবাদবাক্যের মতোই এই বিদ্যালয়ে ১৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ তারিখে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক আয়োজিত মা সমাবেশে এ সমস্যার সমাধান মেলে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক স্বপন কুমার বিশ্বাস বিষয়টি মা সমাবেশে উপস্থাপন করলে মায়েদের স্নেহময় মন আকুল করে, মায়ের মমতা নতুন করে প্রস্ফুটিত হয়। ঐ সমাবেশেই তারা প্রতিশ্রুতি দেন যেমন করেই হোক শিক্ষার্থীদের জন্য ৪টি বৈদ্যুতিক পাখার সংস্থান তারা করবেনই। যেমন কথা তেমন কাজ। এর কিছুদিনের মধ্যেই নিজেরা ব্যক্তিগত অনুদান দিয়ে ৪টি নতুন বৈদ্যুতিক পাখা কিনে দেন। ফলে এখন আর শিক্ষার্থীদের গরমে কষ্ট পেতে হয় না। আনন্দদায়ক ও স্বাস্থ্যকর

পরিবেশে তারা এখন শিক্ষা অর্জন করছে। উল্লেখ্য, শরাফপুর ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। এসব কার্যক্রমের অংশ হিসাবে নিয়মিত মা সমাবেশ তথা অভিভাবক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা ও সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়।

খুলনার নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটির উদ্যোগে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ

এমন একটা সময় ছিল আবহমান বাংলার মানুষ গুরুগৃহে অবস্থান করে পণ্ডিত মশাইয়ের কাছে শিক্ষা অর্জন করত। আজকের মতো চাকচিক্যময় ইমারতের বিদ্যালয় ভবন একেবারে দেখা যেত না বলা যায়। গুরুগৃহের পর আসে পাঠশালা, বাঁশ-খড়ের ব্যবহারে তৈরি হতো পাঠশালার শ্রেণিকক্ষ। অতঃপর বদলে যাওয়া সময়ের হাওয়ায় ধীরে ধীরে আধুনিক স্কুল ভবনের উদ্ভব ঘটে। এখনকার শিক্ষার্থীরা চাকচিক্যময় সুন্দর ভবনেই পাঠগ্রহণে অভ্যস্ত। সভ্যতার এই ক্রমবিকাশের মাঝে আজও প্রয়োজনের তাগিদে দেখা মেলে বাঁশ-কাঠের ব্যবহারে নির্মিত স্কুলগৃহ।

মহানগরী খুলনার একেবারে গা লাগানো উপজেলা বটিয়াঘাটার নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলে চোখে পড়বে এ রকম একটি বাঁশ-কাঠের তৈরি শ্রেণিকক্ষ। ইতোপূর্বে নির্মিত স্কুল ভবনটি জরাজীর্ণতার কারণে পরিত্যক্ত ঘোষিত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা শ্রেণিকক্ষ সংকটে পড়েছিল। এ অবস্থায় স্থানীয় অভিভাবক, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ, শিক্ষক এবং সংশ্লিষ্টদের সহযোগিতায় স্থানীয় উপকরণ দিয়ে ১৪ ফুট দৈর্ঘ্য ও ১২ ফুট প্রস্থের একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মিত হয়েছে। এ কাজের জন্য অর্থ সংগৃহীত হয়েছে কমিউনিটির উদ্যোগে, কমিউনিটি নির্মাণ কাজে অংশগ্রহণ করেছে, তত্ত্বাবধান করেছে।

এখানকার আমীরপুর ও বালিয়াডাঙ্গা ইউনিয়নে ডিএফআইডি-এর অর্থায়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় আশ্রয় ফাউন্ডেশন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের অধীনে বাস্তবায়ন করছে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নানাবিধ কার্যক্রম। এই প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সকলকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে নিজস্ব অর্থ ও সম্পদ ব্যবহার করে শ্রেণিকক্ষটি নির্মাণ করেছে। এখন আর শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি পোহাতে হয় না। বৃষ্টি-বাদলের দিনে কিংবা প্রখর রোদেও তাদের পাঠদান চলে অবিরাম গতিতে। স্থানীয় জনগণের সহযোগিতা থাকলে এ ধরনের সমস্যা সমাধান করা যে সম্ভব নারায়ণপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গেলে তার প্রমাণ মেলে।

গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বিজলির আলোয় ঝলমলে শ্রেণিকক্ষ

গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এটি ডুমুরিয়া উপজেলার সাহস ইউনিয়নের নিভৃত পল্লীতে অবস্থিত। দুঃসহ গরমে বিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিদারুণ কষ্ট পেতে হতো। কিছুকাল আগে ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে এ বিদ্যালয়ে ৫০ ওয়াটের সোলার বিদ্যুৎ চালু করা হয়েছিল। এতে সমস্যার খুব একটা সমাধান হয়নি। মেঘকালো আকাশের দিনে শ্রেণিকক্ষের অন্ধকার দূর করতে মিটমিট করে বাতি জ্বলত। কিন্তু গ্রীষ্মে গরমের হা-পিত্যেস থেকে শিক্ষক-শিক্ষার্থী উভয়কে বাঁচাতে গেলে বৈদ্যুতিক পাখার প্রয়োজন ছিল।

এরকম অবস্থায় বিষয়টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নজরে আসে। সিদ্ধান্ত হয় সোলারের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক সংযোগ নেওয়ার। ইউনিয়ন পরিষদ, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এবং ইউনিয়ন পরিষদের শিক্ষা বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির যৌথ সভায় এ ব্যাপারে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হয়। অতঃপর সকলের সহযোগিতায় গজেন্দ্রপুর দক্ষিণপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সোলারের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক সংযোগ স্থাপিত হয়।

ডুমুরিয়া উপজেলার শরাফপুর ও সাহস ইউনিয়নে ডিএফআইডি-এর অর্থায়নে গণসাক্ষরতা অভিযানের সহযোগিতায় উন্নয়ন সংগঠন আশ্রয় ফাউন্ডেশন বাস্তবায়ন করছে 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের অধীনে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের নানাবিধ কার্যক্রম। এই প্রকল্পের আওতায় কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সকলকে উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে বিদ্যালয়ে বৈদ্যুতিক সংযোগের ব্যবস্থা করায় এখন আর শিক্ষার্থীদের গরমে কষ্ট পেতে হয় না। মেঘকালো দিনেও উজ্জ্বল আলোয় ঝলমল করে শ্রেণিকক্ষ। শিক্ষক-শিক্ষার্থী সকলেই এই মহতি উদ্যোগে আনন্দিত।

বনশ্রী ভান্ডারী

(পৃষ্ঠা ৪-এর পর)

বেইসলাইন প্রতিবেদন, দুর্গাপুর ইউনিয়ন, দুর্গাপুর, নেত্রকোনা

বিশেষ লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

দুর্গাপুর ইউনিয়নে ৬,০৭১টি খানায় মোট ২৬,৯০৭ জন বসবাস করেন। ইউনিয়নে মোট ২৩টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। সব সময় খাদ্যঘাটতি এবং মাঝে মাঝে খাদ্যঘাটতি বিবেচনায় প্রায় ২৫.৯ শতাংশ পরিবার খাদ্য নিরাপত্তা ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। জাতীয় হিসেবে ২০১৪ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের নিট ভর্তি হার ৯৮.৪ শতাংশ হলেও এই ইউনিয়নে নিট ভর্তির হার পাওয়া গেছে ৯৪.৬১ শতাংশ। বিদ্যুৎ ব্যবহার, সুপেয় পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ব্যবহারের বিবেচনায় দুর্গাপুর ইউনিয়নের অবস্থান খুব একটা ভালো নয়। বিনোদন ও তথ্যের অভিগম্যতা খুব কম। খানাপ্রধানের পেশায় ভিন্নতা রয়েছে। ইউনিয়নে ৪,১৪৫ জন নিরক্ষর। অর্থাৎ অনেক শিশুই পরিবারের প্রথম শিক্ষার্থী। ফলে শিশুদের শিক্ষা নিশ্চিতকরণে পরিবারের চেয়ে বিদ্যালয়ের ভূমিকা অনেক বেশি। এক্ষেত্রে বিদ্যালয় থেকেও বিশেষ নজর দেওয়া দরকার।

উপসংহার

বেইসলাইনে দুর্গাপুর ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাসহ আর্থ-সামাজিক অবস্থার সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর মূল দায়িত্ব হলো জরিপে প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদি কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও এর বাস্তবায়নের উদ্যোগ নেওয়া। তাদের এই উদ্যোগের সঙ্গে স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনের সম্পৃক্ততা নিশ্চিত করতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর গৃহীত কার্যক্রমসমূহ যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা গেলেই কেবল ইউনিয়নে প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে। আশা করা হচ্ছে, জরিপের প্রাপ্ত ফলাফল কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

সুপারিশ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ-এর পক্ষে এককভাবে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব নয়। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল পক্ষকে সমন্বয় করে একযোগে কাজ করতে হবে। স্থানীয় জনগণ, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি, শিক্ষক ও শিক্ষা প্রশাসনকে কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কার্যক্রমের মূল দায়িত্বে থাকলেও অন্যান্য গ্রুপগুলোর সহায়তা ছাড়া মাঠ পর্যায়ে এর সফল বাস্তবায়ন বা কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আশা করা যায় না। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সকল পক্ষকে প্রয়োজনীয় সহায়তা ও সক্রিয়করণে অনুঘটক হিসেবে কাজ করবে। প্রাথমিক শিক্ষা পর্যায়ের সকল পক্ষ যথাযথভাবে নিজ নিজ দায়-দায়িত্ব পালনে সক্রিয় হলে পরিবর্তনের সূচকগুলো দৃষ্টিগোচর হবে।

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ-এর প্রাণ হলো কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ। তাদের সক্রিয়তার ওপর নির্ভর করে গৃহীত কার্যক্রমগুলোর সফল বাস্তবায়ন। ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন আনয়নের জন্য তাদেরকে যেসব বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে:

- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বিরাজমান সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে সমাধানের জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি ও বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ;
- শিশু ভর্তি ও ঝরে পড়া রোধ বিষয়ক বিভিন্ন প্রচারণা চালানো;
- বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটিগুলো (SMC, SLIP) সক্রিয়করণসহ বিভিন্ন ইস্যুতে আয়োজিত সভায় অংশগ্রহণ ও প্রয়োজনীয় সহযোগিতা ও পরামর্শ প্রদান;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর পরিবেশ উন্নয়ন ও আনন্দদায়ক পদ্ধতিতে শিক্ষাদান ও শিক্ষার মানোন্নয়নে নজরদারি;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতির জন্য প্রচারণা চালানো;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ক সমস্যাবলি নিয়ে উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেনদরবার করা।

স্থানীয় জনগণ

স্থানীয় জনগণের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া মাঠ পর্যায়ের কোনো কার্যক্রমই সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। স্থানীয় জনগণকে যেসব কাজের মাধ্যমে এই কর্মসূচির সঙ্গে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- শিশুদের বিদ্যালয়ে ভর্তি বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশু চিহ্নিতকরণে;
- বিদ্যালয় বহির্ভূত ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- যোগ্য ব্যক্তিদের এসএমসি-তে নির্বাচিতকরণে উদ্বুদ্ধ করে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন স্থানীয় চায়ের দোকানিদের শিশুদের টেলিভিশন দেখার সুযোগ না দেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- নিজ এলাকার/গ্রামের বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও লেখাপড়ার মান সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে।

অভিভাবক

অভিভাবকের সচেতনতা শিশুর পড়ালেখাসহ সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠতে সহায়তা করে। এই কর্মসূচি সফল বাস্তবায়নে অভিভাবকদের যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- বিদ্যালয়ে গমনোপযোগী শিশুদের ভর্তি নিশ্চিতকরণের প্রচারণায়;
- বিদ্যালয়ে ভর্তি না হওয়া ও ঝরে পড়া শিশুদের ভর্তির ক্ষেত্রে;
- শিশুদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে সচেতনতা সৃষ্টিতে;
- শিশুদের লেখাপড়ার খোঁজখবর নেওয়ার বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতে;

বক্তব্য দিচ্ছেন দুর্গাপুর ইউপি চেয়ারম্যান মোঃ শাহীনুর আলম সাজু

বক্তব্য দিচ্ছেন দুর্গাপুর কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের সভাপতি কম্প ক্রান্তি ম্রং

- বিদ্যালয়ে আয়োজিত অভিভাবক সভায় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে।

জনপ্রতিনিধি

এলাকার সার্বিক উন্নয়ন ও উন্নয়ন কাজ তদারকির জন্য ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একাধিক কমিটি রয়েছে। এর মধ্যে এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটি অন্যতম। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে 'ওয়াচ গ্রুপ' এই কমিটিকে বিভিন্ন কাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত করতে পারে। যেমন-

- এডুকেশন স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা আয়োজন ও গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে;
- প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো নিয়মিত পরিদর্শনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে ইউনিয়ন ও উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার জন্য উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয় চলাকালীন শিশুরা যাতে চায়ের দোকানে টেলিভিশন দেখার সুযোগ না পায় সে বিষয়ে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- ভর্তি না হওয়া/ঝরে পড়া শিশুর দরিদ্র অভিভাবকদের ভিজিএফ কার্ড প্রদানসহ পরিষদ থেকে অন্যান্য সহায়তা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্তকরণে।

এসএমসি

বিদ্যালয়ের প্রাণ হলো বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটি (এসএমসি)। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ–এর কার্যক্রমের মাধ্যমে ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে এই কর্মসূচির সঙ্গে এসএমসিকে যেভাবে সম্পৃক্ত করা যেতে পারে:

- এসএমসি সদস্য হিসেবে দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতনকরণে;
- বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে এসএমসি সভা আয়োজনে উদ্বুদ্ধকরণে;
- সদস্যদের নিয়মিত বিদ্যালয় পরিদর্শন করার ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণে;
- বিদ্যালয়ের সমস্যাবলি নিয়ে এসএমসি সভায় আলোচনা ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণে;
- শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে উপস্থিতি, লেখাপড়ার মান ও ব্যবস্থাপনাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার জন্য তাগিদ দিয়ে;
- বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপসহ উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবারকরণে ।

শিক্ষক

শিক্ষকরা হলেন শিক্ষার মূল চালিকাশক্তি। শিক্ষক উদ্ভাবনীমূলক চিন্তা-চেতনা প্রয়োগের মাধ্যমে বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিতে পারেন। তাদের সক্রিয় সহযোগিতায় ইউনিয়নের প্রাথমিক শিক্ষায় প্রভূত উন্নয়ন সম্ভব। এই কর্মসূচিতে শিক্ষকদের সম্পৃক্ত করে যেসব কাজ করা যেতে পারে:

- শিক্ষকদের যথাসময়ে বিদ্যালয়ে উপস্থিতি নিশ্চিতকরণে;
- বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বৃদ্ধির উদ্যোগ গ্রহণে;
- শ্রেণিকক্ষে আনন্দদায়ক পাঠ পরিচালনায় উদ্বুদ্ধকরণে;
- লেখাপড়ার মানের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়ার ক্ষেত্রে;
- দুর্বল শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে;
- নিয়মিত অভিভাবক সমাবেশ ও কার্যকর এসএমসি সভা আয়োজনে।

শিক্ষা কর্মকর্তা

প্রাথমিক শিক্ষায় মাঠ পর্যায়ের তদারকি ও সার্বিক উন্নয়নের দায়িত্ব পালন করেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাগণ। তাই এই কর্মসূচিতে তাদের সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরি। যেভাবে উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের (প্রাথমিক) এই কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত করা যায়:

- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রম ও বেইসলাইনের প্রাপ্ততথ্য সম্পর্কে নিয়মিত অবগত করে;
- ইউনিয়নের প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের সমস্যাবলি নিয়ে এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের পক্ষে উপজেলা পর্যায়ে দেনদরবার করার মাধ্যমে;
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের উদ্যোগে গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমে শিক্ষা কর্মকর্তাদের সম্পৃক্ত করে।

কে. এম. এনামুল হক, গিয়াসউদ্দিন আহমেদ, মোঃ আব্দুর রউফ

আন্তঃওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম

গণসাক্ষরতা অভিযানের উদ্যোগে ২২-২৪ এবং ২৭-২৯ আগস্ট ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত হলো তিন দিনব্যাপী কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের জন্য দুটি 'আন্তঃওয়াচ গ্রুপ শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন কার্যক্রম' । এই পরিদর্শন কার্যক্রমের আওতায় আশ্রয় ফাউন্ডেশন-খুলনা ও সেরা-নেত্রকোনা পরিচালিত ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা এনডিপি-সিরাজগঞ্জ পরিচালিত কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ এলাকার শিক্ষা কার্যক্রম এবং উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা-গাইবান্ধা ও এনডিপি-সিরাজগঞ্জ পরিচালিত ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা আপউস-জামালপুর এলাকার শিক্ষা কর্মসূচি পরিদর্শন করেন। এই দু'টি পরিদর্শন কার্যক্রমে আশ্রয় ও সেরা পরিচালিত ওয়াচ গ্রুপ থেকে ৩ জন নারী প্রতিনিধিসহ মোট ২৯ জন এবং উদয়ন স্বাবলম্বী সংস্থা ও এনডিপি পরিচালিত ওয়াচ গ্রুপ থেকে ২ জন নারী প্রতিনিধিসহ মোট ২৯ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

এই পরিদর্শন কার্যক্রমের উদ্দেশ্য ছিল এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক বাস্তবায়িত সংশ্লিষ্ট এলাকার কার্যক্রমসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে একে অন্যের কাজের মূল্যায়ন, নিজ এলাকার অবস্থান যাচাই, উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং সদস্যদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টির মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়ন করা। একই সঙ্গে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক পরিদর্শন অভিজ্ঞতা থেকে চিহ্নিত উত্তম চর্চার আলোকে একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

সিরাজগঞ্জের কোনাবাড়ি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরিদর্শক দল

পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ওয়াচ গ্রুপের সদস্যরা মূলত পরিদর্শনকৃত বিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত এসেম্বলি, পাঠদান পদ্ধতি, শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, শ্রেণিকক্ষে উপকরণের ব্যবহার, বিদ্যালয়ের জনঅংশগ্রহণের ক্ষেত্রসমূহ, ওয়াচ গ্রুপের ভূমিকা, এসএমসি'র দায়-দায়িত্ব ও ভূমিকা পালন, মা সমাবেশসহ সার্বিক কার্যক্রমের সঙ্গে নিজেদের কার্যক্রমের তুলনা করেন, এর থেকে উত্তম চর্চাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং নিজ নিজ পরিকল্পনায় তা অন্তর্ভুক্ত করেন। এছাড়াও পরিদর্শন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারী ৪টি সংস্থা ও পরিদর্শনকৃত ২টি সংস্থার ওয়াচ গ্রুপ কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা বিনিময় সভাও এ সময় অনুষ্ঠিত হয়।

মির্জা মোঃ দেলোয়ার হোসেন

কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের সমন্বয় সভা

১৯ ও ২০ জুলাই ২০১৬ তারিখে গণসাক্ষরতা অভিযানের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয় ডিএফআইডি'র সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের অধীনে কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ কার্যক্রমের সহযোগী সংস্থাসমূহের সমন্বয় সভা। অভিযানের পরিচালক তাসনীম আত্হার উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এ সমন্বয় সভার শুভ সূচনা করেন। 'প্রত্যাশা প্রকল্পের বাস্তবায়ন কৌশল সক্ষমতা বৃদ্ধি' - এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে আয়োজিত সমন্বয় সভার উদ্দেশ্য তুলে ধরেন উপ-পরিচালক কে. এম. এনামুল হক। এ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রত্যাশা প্রকল্পের ৮টি সহযোগী সংস্থার প্রতিনিধিরা। তারা ৩২টি কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কার্যক্রমের অর্জন ও চ্যালেঞ্জসমূহ তুলে ধরেন।

অর্জনসমূহ

- কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়নে অভিভাবকদের মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি হয়েছে।
- সন্তানকে সুশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে অভিভাবকরা নিয়মিত বিদ্যালয়ে খোঁজখবর নিচ্ছেন এবং বাড়িতেও লেখাপড়ার তাগিদ দিচ্ছেন।
- বাড়ি পরিদর্শনের ফলে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি বৃদ্ধি পেয়েছে।
- শ্রেণিকক্ষে উপকরণ ব্যবহার ও দলীয় কাজের মাধ্যমে পাঠদান করা হচ্ছে।
- ঝরে পড়া রোধে নিয়মিত হোম ভিজিট ও অন্যান্য ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
- স্কুলে শিক্ষার্থীদের প্রাত্যহিক সমাবেশ নিয়মিত হয়।
- মা সমাবেশ ও এসএমসি সভা নিয়মিত হয়।
- ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ে কম্পিউটার, ল্যাপটপ ও ক্রীড়াসামগ্রী দেওয়া হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদ ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সিলিং ফ্যান, টেবিল ফ্যান দেওয়া হয়েছে।
- কমিউনিটির উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে টিউবওয়েল স্থাপিত হয়েছে।
- ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ে পানির ফিল্টার দেওয়া হয়েছে।
- উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ ও কমিউনিটির পক্ষ থেকে বিদ্যালয়ে সাউন্ড সিস্টেম দেওয়া হয়েছে।
- কমিউনিটির উদ্যোগে বিভিন্ন বিদ্যালয়ে জলাবদ্ধতা নিরসনে ও মাঠ ব্যবহার-উপযোগীকরণের লক্ষ্যে মাটি ভরাট ও সংস্কার করা হয়েছে।
- এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপ সদস্যদের সহায়তায় বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান ফটক, সীমানা প্রাচীর ও সংযোগ সড়ক নির্মাণ ও সংস্কার করা হয়েছে।
- প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বিতরণ করা হয়েছে।
- পিছিয়ে পড়া বিশেষ করে প্রতিবন্ধী শিশুরা বিদ্যালয়মুখী হচ্ছে ও বিদ্যালয়ে তাদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের লবিংয়ের ফলে ইউনিয়ন পরিষদের বাজেটে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ বৃদ্ধি পেয়েছে।
- কমিউনিটির উদ্যোগে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ ও বেঞ্চ-চেয়ার-টেবিল প্রদান করা হয়েছে।
- শিক্ষকস্বল্পতা দূরীকরণে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে কমিউনিটি এবং এসএমসি'র উদ্যোগে প্যারা-শিক্ষক নিয়োগ এবং প্রশাসনের সহায়তায় সরকারি শিক্ষক পোস্টিং দেওয়া হয়েছে।
- ৩২টি কমিউনিটি ওয়াচ গ্রুপ এলাকায় কমিউনিটি স্কোর কার্ড বিষয়ক কার্যক্রম বাস্তবায়িত হয়েছে।
- কমিউনিটি স্কোর কার্ডের মাধ্যমে বিদ্যালয়ের পরিবেশ উন্নয়ন, শতভাগ স্কুল ড্রেস নিশ্চিতকরণ, শ্রেণিকক্ষ সজ্জিতকরণ, নিয়মিত সমাবেশ, ছাত্র-ছাত্রীর উপস্থিতি ও শিক্ষকদের সময়মতো আগমন ও প্রস্থান নিশ্চিত হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ

- নদীভাঙন কবলিত এলাকায় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুদের স্কুলগামী করা অনেক কষ্টসাধ্য ।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও যোগাযোগের অব্যবস্থা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রতিকূলতা সৃষ্টি করে।
- প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রশাসনের তদারকির অভাব।
- শিক্ষক ও সকল কমিটি সদস্যদের প্রশিক্ষণের অভাব।
- এসএমসি গঠন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ থাকা।
- এবতেদায়ি মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা উপবৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় না থাকায় ঝরে পড়ার হার বেশি।
- সকল বিদ্যালয় প্রতিবন্ধীবান্ধব না হওয়ায় প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্তি করা ও ফিরিয়ে আনা অনেক কঠিন হচ্ছে এবং শিক্ষকদের এ বিষয়ে দক্ষতার অভাব রয়েছে।

মোঃ আশিক ইকবাল

জনঅংশগ্রহণে বদলে গেলো উত্তর গোপালপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়

(পৃষ্ঠা ২-এর পর)

শুরুতেই পাহাড় বেয়ে ছেলে-মেয়েদের বিদ্যালয়ে ওঠার কষ্ট লাঘবে এগিয়ে আসে সকল স্থানীয় জনগণ। তাদের উদ্যোগে ইউনিয়ন পরিষদের সহযোগিতায় তৈরি করা হয় একটি সিঁড়ি। নিরাপদ পানীয় জলের অভাব দূরীকরণে মাটির নিচে প্রায় তিনশত ফুট গভীর কুয়া থেকে পাইপ যোগে পানি পৌঁছে দেওয়া হয়েছে বিদ্যালয়ে। সহকারী শিক্ষক মিজানুর রহমানের একান্ত প্রচেষ্টায় নিয়মিত এসেম্বলি হচ্ছে। বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষগুলো সুসজ্জিত করা হয়েছে। চালু হয়েছে দলীয় পাঠদান এবং সৃষ্টি হয়েছে আনন্দদায়ক পরিবেশ। এর ফলে পাসের হার বৃদ্ধি পেয়ে শতভাগে দাঁড়িয়েছে। এই বিদ্যালয়ে যা গত বছরেও ছিল ৮০ শতাংশের মতো।

এ বিষয়ে এসএমসি সভাপতি সুরুজ আলী বলেন, বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, মিজানুর রহমান স্যার এবং জনঅংশগ্রহণের মাধ্যমেই এই পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়েছে। অতীতে বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি হতো না। সরকারের দেওয়া সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করে এখন বিদ্যালয়ে নিয়মিত এসেম্বলি হচ্ছে। ঠিক সকাল ৯:০০ টায় সাউন্ড সিস্টেমে বাজতে থাকে দেশাত্ববোধক গান। এ গান শুনে কোনো শিক্ষার্থী বাড়িতে থাকতে পারে না। সকলেই বিদ্যালয়ে আসছে নিয়মিত। কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের একজন সদস্য বলেন, এ গ্রুপের মাধ্যমে ইউনিয়নের সকল বিদ্যালয়ের উন্নয়নে আমরা কাজ করে চলেছি। গত দুই বছরে ইউনিয়নের প্রায় সকল বিদ্যালয়ে দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। আর সকল কিছুই সম্ভব হয়েছে স্থানীয় জনসাধারণের প্রচেষ্টায়।

মো. মেহেদী হাসান

মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় বক্তব্য রাখছেন, পাশে উপবিষ্ট প্রাথমিক শিক্ষা সিলেট বিভাগের উপ-পরিচালক তাহমিনা খাতুন

কর্মশালায় রিসোর্সপার্সন হিসেবে অংশগ্রহণ করেন শ্যামল কান্তি ঘোষ, সাবেক সচিব (বাম থেকে দ্বিতীয়)

প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সরকারি-বেসরকারি সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন

প্রাথমিক শিক্ষা, সিলেট বিভাগের ব্যবস্থাপনায় ১৮-২১ আগস্ট ২০১৬ তারিখ পর্যন্ত ৪ দিনব্যাপী 'প্রাথমিক শিক্ষায় সুশাসন ও জনঅংশগ্রহণ' বিষয়ক দিক-নির্দেশনা প্রণয়ন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ডিএফআইডি'র সহায়তায় বাস্তবায়নাধীন 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় এ কর্মশালা যৌথভাবে আয়োজন করে গণসাক্ষরতা অভিযান ও আইডিয়া, সিলেট।

কর্মশালায় অতিথি হিসেবে শিক্ষায় সুশাসন ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ, অতিরিক্ত সচিব, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এ কর্মশালায় রিসোর্সপার্সন হিসাবে অংশগ্রহণ করেন শ্যামল কান্তি ঘোষ, সাবেক সচিব। তাহমিনা খাতুন, উপ-পরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অন্যতম রিসোর্সপার্সন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এছাড়াও কর্মশালায় নানা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন ইউনিসেফ প্রতিনিধি সাইদুল হক, আইডিয়া'র নির্বাহী পরিচালক নাজমুল হক, গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ ও উপ-কার্যক্রম ব্যবস্থাপক জামিল মুস্তাক প্রমুখ।

কর্মশালার মূল আলোচ্য বিষয়গুলো হলো বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষা: পিইডিপি ৩-এর বর্তমান অবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষায় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক অঙ্গীকার, এমডিজি থেকে এসডিজি, প্রাথমিক শিক্ষায় জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণে সরকারের গৃহীত উদ্যোগ, শিক্ষায় সুশাসন ও বিকেন্দ্রীকরণ, কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ গ্রুপের কর্ম অভিজ্ঞতা বিনিময়, শিক্ষা কার্যক্রমে সামাজিক সম্পৃক্তি, শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিতকরণে শিক্ষক, এসএমসি, শিক্ষা কর্মকর্তা ও এনজিও প্রতিনিধিদের ভূমিকা এবং সুশাসন নিশ্চিতকরণে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ ইত্যাদি।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ গিয়াস উদ্দিন আহমেদ বলেন, এসডিজি হলো গত ১৫ বছরে প্রচলিত এমডিজি'র সম্প্রসারিত ও হালনাগাদ রূপ। এতে টেকসই উন্নয়নকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। ধনী এবং গরিব সকল দেশকেই যথাযথভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এসডিজিতে সতেরটি গোল নির্ধারণ করা হয়েছে, আমরা চার নম্বর গোল অর্জনের লক্ষ্যে একটা এ্যাকশন প্লান তৈরি করব। এসডিজি অর্জনে এর সকল পর্যায়ে সবার অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে।

সাবেক সচিব শ্যামল কান্তি ঘোষ বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থাপনাকে গতিশীল করতে হলে ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, কৌশলে পরিবর্তন আনা জরুরি। তিনি বলেন, শিক্ষায় স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমেই প্রাথমিক শিক্ষা তথা শিক্ষার সার্বিক মান উন্নয়ন সম্ভব। এক্ষেত্রে সরকারি-বেসরকারি ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন।

প্রাথমিক শিক্ষা প্রশাসনের সিলেট বিভাগের উপ-পরিচালক তাহমিনা খাতুন বলেন, প্রাথমিক স্তরে মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে হলে অবশ্যই জনঅংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে শিক্ষকরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। শিক্ষাব্যবস্থার সকল ক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে।

ইউনিসেফ-এর কমিউনিকেশন ফর ডেভেলপমেন্ট অফিসার সাইদুল হক মিল্কি বলেন, বাংলাদেশে ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেশি। দুর্গম ও অনুন্নত অঞ্চলে এই সমস্যা বেশি দেখা যায়। ঝরে পড়া রোধ এবং শিশুকে বিদ্যালয়গামী করতে অভিভাবকসহ সকল স্তরের জনগণের সহযোগিতা প্রয়োজন।

গণসাক্ষরতা অভিযানের উপ-পরিচালক তপন কুমার দাশ বলেন, গণসাক্ষরতা অভিযান বিশ্বাস করে শিক্ষার মান বৃদ্ধির জন্য সর্বস্তরে সুশাসন নিশ্চিত করা প্রয়োজন। জনঅংশগ্রহণ হলো সুশাসনের অন্যতম পূর্বশর্ত। শিক্ষা কার্যক্রমে স্থানীয় জনগণের সম্পৃক্ততার মাধ্যমে কিছু কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে শিক্ষা ক্ষেত্রে সুশাসন নিশ্চিতকরণের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব।

কর্মশালায় নিজ নিজ কর্ম এলাকায় শিক্ষায় সুশাসন নিশ্চিত করার জন্য কর্ম-পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ইউনিয়ন পর্যায়ে কমিটি গঠনপূর্বক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমে জনঅংশগ্রহণ বৃদ্ধি ও কাঠামোধীন করার উদ্যোগ নেওয়ার জন্যও পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

জামিল মুস্তাক

গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক কমিউনিটি এডুকেশন ওয়াচ নিউজলেটার 'প্রয়াস' নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। এই পত্রিকাটির মান উন্নয়নে মতামত প্রদানের জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানানো হচ্ছে। এ ব্যাপারে যে কোনো ধরনের মতামত গণসাক্ষরতা অভিযান-এর ঠিকানায় পাঠানোর অনুরোধ রইল।

ডিএফআইডি-এর সহায়তায় 'প্রত্যাশা' প্রকল্পের আওতায় গণসাক্ষরতা অভিযান কর্তৃক
৫/১৪ হুমায়ুন রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত।
ফোন : ৫৮১৫৩৪১৭, ৫৮১৫৫০৩১-২, ৯১৩০৪২৭, ফ্যাক্স : ৯১২৩৮৪২
ই-মেইল : info@campebd.org; ওয়েব : www.campebd.org
www.facebook.com/campebd, www.twitter.com/campebd